কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 10 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ১৮ ... কলাম ... ৭ ...

কর্তৃত্ব হারানোর আগে 'আখেরি কামাই'

হাকিম বাবুল, শেরপুর ▷

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের কর্তৃত্ব কমিশনের হাতে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে সম্প্রতি একটি আংশিক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের কর্তৃত্ব হারাচ্ছে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা কমিটি।

এ ঘোষণা জারির কিছুদিন আগে থেকে শেরপুরে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে হঠাৎ করে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির হিড়িক পড়েছে। নিয়োগের কর্তৃত্ব হারানোর আগে প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যসহ স্থানীয় প্রভাবশালীরা 'কামাই' করার শেষ সুযোগ নিচ্ছেন। এ জন্য শিক্ষা অফিসের অনুমোদন নিয়ে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে চাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

জেলা শিক্ষা অফিসের হিসাব মতে, শেরপুরে এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে ২১৩টি। এর মধ্যে গত ১ অক্টোবর থেকে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত ৬১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছে। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একটি থেকে চারটি পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে পিয়নের শূন্যপদ এমনকি সৃষ্টপদও রয়েছে। সব মিলিয়ে গত দুই মাস ও আট দিনে প্রায় ১৩২ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।

শেরপুরে শিক্ষক নিয়োগের ধুম

যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ সময়ের মধ্যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে শেরপুরে সদর উপজেলার ১৮টি, শ্রীবরদীর ১৪টি, নকলার ১২টি, নালিতাবাড়ীর ১১টি ও ঝিনাইগাতীর ছয়টি রয়েছে।

গত সেপ্টেম্বরে ১২টি, অক্টোবরে ৪১টি ও চলতি নভেম্বরে (গত রবিবার পর্যন্ত) আটটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, বিগত সময়ে এক মাসে পাঁচটির বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি হতো না। এটাকে অস্বাভাবিক হিসেবে আখ্যায়িত করছেন সংশ্লিষ্টরা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে জেলা শিক্ষা অফিসের একটি সূত্র জানায়, আগে সাধারণত শূন্যপদে চার-পাঁচ লাখ টাকা এবং সৃষ্ট পদে এক-দুই লাখ টাকা ঘুষ নেওয়া হতো। কিন্তু এখন শূন্যপদে সাত-আট লাখ টাকা করে ঘুষ নেওয়া হচ্ছে। সদর উপজেলার একটি বিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞানের সহকারী শিক্ষক নিয়োগে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত দর উঠেছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে নকলা উপজেলার একটি বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলেন, 'বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োগ বাণিজ্য অনেকটা ওপেন সিক্রেট (সবাই জানে, কেউ বলে না)। ব্যবস্থাপনা কমিটি, স্থানীয় প্রভাবশালী এবং অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকরাও এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। শিক্ষা অফিসকেও দিতে হয়। যারা নিয়োগ বোর্ডে থাকেন, ডিজির প্রতিনিধি হন, সবাইকে ম্যানেজ করতে হয়। এটা এখন একটা সিস্টেমে পরিণত হয়েছে। যে কারণে শেষ বেলায় নিয়োগের এমন হিড়িক পড়েছে।'

এ বিষয়ে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আমিরুল ইসলাম বলেন, 'বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগের ক্ষমতা সরকার নিজ হাতে নিতে চাচ্ছে। এ জন্য আংশিক পরিপত্র জারি করেছে। যারা ২০ অক্টোবরের আগে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে, তাদেরটা বহাল থাকতে পারে। ২০ অক্টোবরের পরে যারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে, সেটা কার্যকরী হবে না। তবে পূর্ণাঙ্গ পরিপত্র জারি হলে বিস্তারিত জানা যাবে।'